বাংলাদেশ গেজেট
অতিরিক্ত সংখ্যা
কর্তৃপক্ষ কর্তৃক প্রকাশিত
রবিবার, ডিসেম্বর-১, ২০০২
বাংলাদেশ জাতীয় সংসদ
ঢাকা, ১৭ই অগ্রহায়ণ, ১৪০৯/ ১লা ডিসেম্বর, ২০০২

সংসদ কর্তৃক গৃহীত নিম্নলিখিত আইনগুলি ১৭ই অগ্রহায়ণ, ১৪০৯ (১লা ডিসেম্বর, ২০০২) তারিখে রাষ্ট্রপতির সম্মতি লাভ করিয়াছে এবং এতদ্বারা এই আইনগুলি সর্বসাধারণের অবগতির জন্য প্রকাশ করা যাইতেছে :- ২০০২ সনের ২৬নং আইন

বেসরকারী শিক্ষা প্রতিষ্ঠান শিক্ষক ও কর্মচারী কল্যাণ ট্রাস্ট আইন, ১৯৯০ এর সংশোধনকল্পে প্রণীত আইন যেহেতু নিম্নবর্ণিত উদ্দেশ্যসমূহ পূরণকল্পে বেসরকারী শিক্ষা প্রতিষ্ঠান শিক্ষক ও কর্মচারী কল্যাণ ট্রাস্ট আইন ১৯৯০ (১৯৯০ সনের ২৮নং আইন) এর সংশোধন সমীচীন ও প্রয়োজনীয় :

সেহেতু এতদ্বারা নিম্নরূপ আইন করা হইল -

১। সংক্ষিপ্ত শিরোনাম - এই আইন বেসরকারী শিক্ষা প্রতিষ্ঠান শিক্ষক ও কর্মচারী কল্যাণ ট্রাস্ট (সংশোধন) আইন, ২০০২ নামে অভিহিত হইবে।

২। ১৯৯০ সনের ২৮নং আইনের ধারা ২ এর সংশোধন। বেসরকারী শিক্ষা প্রতিষ্ঠান শিক্ষক ও কর্মচারী কল্যাণ ট্রাস্ট আইন, ১৯৯০ (১৯৯০ সনের ২৮নং), অতঃপর উক্ত আইন বলিয়া উল্লেখিত এর ধারা ২ এর দফা (ঘ) এর পরিবর্তে নিম্নরূপ দফা (ঘ) প্রতিস্থাপিত হইবে যথা :-

(ঘ) "বেসরকারী শিক্ষা প্রতিষ্ঠান' অর্থ মাধ্যমিক স্কুল, কলেজ, দাখিল ও তদূর্ধ্ব পর্যায়ের মাদ্রাসা এবং কারিগরী শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, যাহার শিক্ষক ও কর্মচারীগণের আংশিক বেতন ভাতা সরকার কর্তৃক প্রদত্ত হয়।"

৩। ১৯৯০ সনের ২৮নং আইনের ধারা ৬ এর সংশোধন। উক্ত আইনের ধারা ৬ এর উপধারা (১) এর (ক) দফা (খ) এরপর নিম্নরূপ নূতন দফা "(খখ) সন্নিবেশিত হইবে যথা :- (খখ) কারিগরী শিক্ষ অধিদপ্তরের মহা-পরিচালক"।

খ) দফা (ঘ), (ঙ), (চ), (ছ) এবং (জ) এর পরিবর্তে নিম্নরূপ (ঘ), (ঙ), (চ), (ছ) এবং (জ) প্রতিস্থাপিত হইবে যথা :-

ঘ) শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের উপ-সচিব বা তদুর্ধ্ব পর্যায়ের একজন কর্মকর্তা, যিনি উক্ত বিভাগ কর্তৃক মনোনীত হইবে;

ঙ) সংস্থাপন মন্ত্রণালয়ের উপ-সচিব বা তদূর্ধ্ব পর্যায়ের একজন কর্মকর্তা, যিনি উক্ত মন্ত্রণালয় কর্তৃক মনোনীত হইবে;

চ) অর্থ বিভাগের উপ-সচিব বা তদূর্ধ্ব পর্যায়ের একজন কর্মকর্ত, যিনি উক্ত মন্ত্রণালয় কর্তৃক মনোনীত হইবে;

ছ) সরকার কর্তৃক মনোনীত এগারজন শিক্ষক, যাহাদের মধ্যে তিনজন বেসরকারী কলেজের, তিনজন বেসরকারী মাধ্যমিক স্কুলের, তিনজন দাখিল ও তদূর্ধ্ব পর্যায়ের বেসরকারী মাদ্রাসার, একজন বেসরকারী উচ্চ মাধ্যমিক ব্যবসায় ব্যবস্থাপনা ইনস্টিটিউটের এবং একজন বেসরকারী কারিগরী মাধ্যমিক ইনস্টিটিউট শিক্ষকগণের মধ্য হইতে হইবেন;

জ) সরকার কর্তৃক মনোনীত বেসরকারী শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের তিনজন কর্মচারী এবং "(গ) উপ-ধারা (৩) এর প্রথম শতাংশের উক্তরূপ যে কোন সদস্যকে যেকোন সময়ে তাহার পদ হইতে অপসারণ" শব্দগুলির পরিবর্তে "যে কোন সময় উক্তরূপ যে কোন সদস্যের মনোনয়ন বাতিল" শব্দগুলি প্রতিস্থাপিত হইবে"।

৪। ১৯৯০ সনের ২৮নং আইনের ধারা ৭ এর সংশোধন। উক্ত আইনের ধারা ৭ এর দফা (ক) বিলুপ্ত হইবে।

৫। ১৯৯০ সনের ২৮নং আইনের ধারা ৮ এর সংশোধন।-উক্ত আইনের ধারা ৮ এর উপ-ধারা (৪) এর "এক তৃতীয়াংশ" শব্দটির পর বা "উহার নিকটতম সংখ্যক" শব্দগুলি সন্নিবেশিত হইবে।

৬। ১৯৯০ সনের ২৮নং আইনের ধারা ৯ এর সংশোধন। উক্ত আইনের ধারা ৯ (ক) এর উপ-ধারা (৩)এর দফা (ঘ) বিলুপ্ত হইবে এবং (খ) উপ-ধারা (৪) এর "তফসিলি" শব্দটির পরিবর্তে 'জাতীয়করণকৃত' শব্দটি প্রতিস্থাপিত হইবে।

৭। ১৯৯০ সনের ২৮নং আইনের ধারা ১০ এর সংশোধন : উক্ত আইনের ধারা ১০এর (ক) উপ-ধারা "(১) এর পরিবর্তে নিম্নরূপ উপ-ধারা (১) প্রতিস্থাপিত হইবে যথা (১) বেসকারী শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের কোন শিক্ষক বা কর্মচারী ইচ্ছা করিলে ট্রাস্টের তহবিলে চাঁদা প্রদান করিতে পারিবে: এইরূপ চাঁদা, চাঁদা প্রদানকারীর বেতন ভাতার উৎস হইতে প্রবিধান দ্বারা নির্ধারিত পদ্ধতিতে ও পরিমাণে কর্তন করিতে হইবে" এবং (খ) উপ-ধারা (২) এর "করিতে অস্বীকৃতি প্রকাশ" শব্দগুলির পরিবর্তে "না" শব্দটি প্রতিস্থাপিত হইবে।

৮। ১৯৯০ সনের ২৮ নং আইনের ধারা ১১ এর বিলোপ। উক্ত আইনের ধারা ১১ বিলুপ্ত হইবে।